ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 13 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দুর্নীতি

১৯৯৮ সালে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউপ দেশের শ্রেষ্ঠ পলিটেকনিক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এটা সকলের কাছে গর্বের বিষয়। কিন্তু এই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কেউ কেউ যে দুর্নীতিতে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তা অবশ্য অনেকের জানা নেই। এই ইনস্টিটিউটের কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কিছু কিছু প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক— সে জন্য আমার এই চিঠি।

এই ইনস্টিটিউটে এমন কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন যাদের বছরে কোনো নৈমিত্তিক ছুটি বা অর্জিত ছুটি কিছুই গ্রহণ করতে হয় না। গত আগস্ট, সেপ্টেম্বর '৯৮ সময়ে জনৈক ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান প্রায় এক মাস ইনস্টিটিউটে আসেননি, যদিও ইনস্টিটিউট খোলা ছিল। তিনি গত ১০ এপ্রিল '৯৯ ও গত ২৩ জুন '৯৯ তারিখেও ইনস্টিটিউটে পদার্পণ করেননি। এর জন্য তার কোনো অর্জিত ছুটি বা নৈমিত্তিক ছুটির দরখাস্তের আদৌ প্রয়োজন পড়েনি। ঐ একই বিভাগের জনৈক শিক্ষক গত জানুয়ারি '৯৯ মাস হতে আইআইটি গাজীপুরে অধ্যয়নরত থাকার কারণে ইনস্টিটিউটে অনুপস্থিত থেকেও বড়কর্তাকে ম্যানেজ করে কমপক্ষে এপ্রিল '৯৯ মাস পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফটের ভাতা গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ক্লাস না নিলে দ্বিতীয় শিফটের ভাতা পাওয়া যায় না এবং দ্বিতীয় শিফটের বিলে বড়ো কর্তার প্রতিস্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। আরো উল্লেখ্য, এই বড়ো কর্তা তিন বছরেরও অধিককাল একই পদে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এবং এই ধরনের কাজ বল্গাহীনভাবে করছেন।

পলিটেকনিক সিস্টেমে ন্যূনতম ৭০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে কোনো ছাত্রছাত্রী পর্ব-সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কিছু পরীক্ষার্থী ন্যূনতম ৭০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থেকেও কোনো কোনো বিভাগীয় প্রধান ও বড়ো কর্তাকে সন্তুষ্ট করে এবং আরো কিছু কিছু পরীক্ষার্থী ঐ একই পদ্ধতিতে ফেল করা বিষয়েও পাস করেছে। এমনকি কোনো কোনো বিভাগীয় প্রধান খাতার ভিতরে নম্বর দেওয়ার জায়গা না থাকলেও খাতার ওপরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নম্বর যোগ করে পাস করিয়েছেন। শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা খাতা অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর ও টেবুলেশন শিটের নম্বরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে।

এই ইনস্টিটিউটের জনৈক বিভাগীয় প্রধান কয়েকটি প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিতে, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে এবং ছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ করে তার সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে সময়াভাবে ইনস্টিটিউটের ক্লাস ঠিকমতো নিতে পারেন না।

উল্লিখিত বিষয়াবলীর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা-সচিব, মাননীয় মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক অভিভাবক
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।